চুয়াডাঙ্গায় জোড়া খুন মামলার অন্যতম পলাতক আসামী হৃদয় গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার চাঞ্চল্যকর জোড়া খুন মামলার অন্যতম পলাতক আসামী হৃদয়কে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গত ২৫ এপ্রিল বিকেলে স্থানীয় মোছাঃ ছামেনা খাতুন কাপড় ক্রয় করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর থানাধীন ভালাইপুর বাজারের মঙ্গল মার্কেটে যায়। সেখানে কাপড় ক্রয়-বিক্রয়কে কেন্দ্র করে আশরাফুল বস্ত্রালয়ের কর্মচারী রিয়ন এর সাথে তার বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। মোছাঃ ছামেনা খাতুন বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি তার ছেলে মোঃ টিপুকে জানায়। মোঃ টিপু তার বন্ধু ভিকটিম সজল ও মামুনদ্বয়কে নিয়ে একই তারিখ রাতে বাজারে গিয়ে কর্মচারী রিয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখন মোঃ টিপুদের সাথে রিয়নের পক্ষের লোকজনদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। একপর্যায়ে রিয়নের পক্ষের লোকজন ধারালো চাকু, হাসুয়া ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ভিকটিম সজল ও মামুনকে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

তাৎক্ষনিক স্থানীয় লোকজন তাদেরকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভিকটিম সজল ও মামুনদ্বয়কে মৃত ঘোষণা করে। এ বিষয়ে ভিকটিম মামুনের ভাই স্বপন আলী বাদী হয়ে গত ২৬ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারে যে, উক্ত চাঞ্চল্যকর জোড়া খুন মামলার অন্যতম পলাতক আসামী হৃদয় চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানা এলাকায় অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আভিযানিক দলটি একই তারিখ চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানাধীন হুসুকপাড়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উক্ত হত্যা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী- হৃদয়(২৭) কে গ্রেফতার করে।

দর্শনায় ৫ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৫ কেজি গাঁজা সহ আরমান মিয়া ও রেজোয়ান নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে থানার এসআই আহাম্মেদ আলী বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার এএসআই বশির আহম্মেদ, এএসআই হাসানুল বান্না সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ায়।

এসময় উক্তপাড়ার মৃত সেকেন্দারের ছেলে সোহাগের মালিকানাধীন বাড়ি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ মাদক বিরোধেী অভিযান পরিচালনা কালে বাড়ির ভাড়াটিয়া লিটনের ছেলে আরমান মিয়া (২৫) এর ভাড়াবাড়ীর সিড়ি ঘরের খড়ির গাদার নিচে থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার সহ গ্রেফতার করা হয় লিটনের ছেলে আরমান মিয়া (২৫) ও মোবারকপাড়ার মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে রেজোয়ানকে (২৪)।

গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাদের দুজনকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করছে।

মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে পলাতক

আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে দুর্ধষ পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার ভোর হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের সহায়তায় মুজিবনগর এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী, হত্যা, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ ০৮ টি বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত দুর্ধষ পলাতক আসামী উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম সিরাজ এর ছেলে সেলিম রেজাকে (৩৫) গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানা সুত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থানা অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের দিকনির্দেশনায় মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এএসআই আব্দুল মালেক ও সঙ্গীয় ফোর্স এয়ারপোর্ট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামীকে গ্রেফতার করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, অপরাধ সংঘটিত করে উক্ত আসামি সুকৌশলে পালিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় পলাতক অবস্থায় ছিল। গোপন সংবাদ পাওয়া যায় সে গোপনে বাংলাদেশে আসছে এর উপর ভিত্তি করে অভিযান চালিয়ে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করা হয়। আসামীকে প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তিনি জানান।

গাংনীতে মাদক মামলার আসামী গ্রেফতার

গাংনীর ভাটপাড়া আবাসন এলাকার ইমাদুল হক(৩৫) নামের এক মাদক মামলার আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। ইমাদুল হক ভাটপাড়া গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে। গতকাল বুধবার সন্ধায় নওপাড়া বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়,কিছুদিন আগে একটি মোটরসাইকেলে দুজন মাদক পাচারকারী মাদক নিয়ে গাংনীর দিকে যাচ্ছিল এমন গোপন সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম মোটরসাইকেল টিকে ধরার জন্য ধাওয়া করে। এসময় ভাটপাড়া ইকোপার্ক এর সন্নিকটে মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায় দুইজন মাদক পাচারকারী। পরে মোটরসাইকেল তল্লাশী করে একটি ব্যাগ ভর্তি তিন কেজি গাজা উদ্ধার করে পুলিশ।

পরে মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যাচাই করে মাদক পাচারকারী সনাত্ব করা হয়। এবং গাংনী থানায় একটি মাদক মামলা রুজু করা হলে পুলিশ ইমাদুল হককে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,ইমাদুল হক তিন কেজি গাজা ও মাদক পাচার কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যাচাই করে ইমাদুলকে সনাত্ব করা হয়। তার নামে এর আগেও মাদকের মামলা রয়েছে। তাকে মাদক মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেহেরপুরে পর্ণোগ্রাফি মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে গৃহবধুর পর্ণোগ্রাফি আইনে দায়ের করা মাসলার আসামি রফিকুল ইসলাম (৫০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রফিকুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা গ্রামের বেলতলাপাড়া এলাকার মৃত ফজের আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। পরে বিকালের দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে গাংনী পৌর এলাকার উত্তরপাড়া গ্রামের কাঠমিস্ত্রি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী তার বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। গাংনী

থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, আসামি রবিউল ইসলাম বিভিন্ন সময় তাকে প্রলোভন দেখিয়ে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসতো। এতে মামলার বাদী রাজি না হওয়ায় আসামি তাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মান-সম্মান নষ্ট করার ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলাতে বাধ্য করে। একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী সংসার ছেড়ে রবিউল ইসলামের সাথে বিয়ে করে নেয়। সংসারের ১৫ দিনের মাথায় জানতে পারে রবিউল ইসলাম এর আরও একটি স্ত্রী রয়েছে। তাই সে রবিউল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্বের স্বামীর কাছে চলে আসে। এরপর আসামি রবিউল ইসলাম আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে ১৫ দিনের সংসার জীবনের বিভিন্ন শারীরিক সম্পর্কের গোপনে ধারণকৃত ভিডিও বর্তমান স্বামী জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠিয়ে সংসার নষ্ট করার চেষ্টা করে।

রবিউল ইসলাম ইতোপূর্বে গোপনে ধারনকৃত ছবি ও ভিডিও তার বর্তমান স্বামীর জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠানোর হুমকি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের জন্য কুপ্রস্তাব দেয়। এতে বাদী নিরুপায় হয়ে কখনো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও গাংনী এলাকার কয়েকটি বাড়িতে নিয়ে তার সাথে অবৈধভাবে শারীরিক সম্পর্ক করে।

কিছুদিন পূর্বে বাদি অবৈধ সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় তার ১১ বছর বয়সী শিশু লিজনকে মোটরসাইকেলে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তুলে নিয়ে যায়। পরে বাদি রবিউল ইসলামের সাথে শারীরিক সম্পর্কে রাজি হলে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলেও জানান জিয়াউর রহমানের স্ত্রী।

আসামি গত ২ এপ্রিল বাদীর নগ্ন ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার স্বামীর মোবাইলে পাঠিয়ে সংসার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জিয়াউর রহমানের স্ত্রী গত শুক্রবার (১৪ এপ্রিল) রাতে রবিউল ইসলামকে আসামি করে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে নারীর অজ্ঞাতে তার নগ্নছবি মোবাইল ফোনে ধারন করে অন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও মানসিকভাবে মর্যাদাহানি করার অপরাধ আইনে মামলা দায়ের করেন।

কার্পাসডাঙ্গায় ১ কেজি গাঁজা সহ চন্দন লাহিড়ী গ্রেফতার

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মিশনপল্লীর মৃত ইসহাক লাহিড়ীর ছেলে চন্দন লাহিড়ী (৫২) গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ৩ টার সময় নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলামের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চন্দন লাহিড়ীর নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজা সহ কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির এস আই ইমরান হোসেন, এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে চন্দন’কে আটক করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে জানা যায় ১ জনকে গাঁজা সহ আটক করা হয়েছে।

গতকাল তার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন দামুড়হুদা মডেল থানায় আমি নতুন যোগাযোগ করেছি, তবে আমি আমার সাধ্যমতো মাদক নির্মুল করার চেষ্টা করবো। এবং এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে যুবসমাজকে ধংসের মুখ থেকে রক্ষা করতে হবে।

দামুড়হুদায় চোরাই ছাগল সহ গ্রেফতার ১

দামুড়হুদায় চোরাই গাভী ছাগল সহ ফারুক নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গত শুক্রবার দিনগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার নাপিত খালি পশ্চিম পাড়া থেকে চোরাই ছাগল সহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

এবিষয়ে দুই জনের নামে মামলা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ধৃত আসামী হলো

দামুড়হুদা উপজেলার উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত আমির হোসেন এর ছেলে ফারুক হোসেন (৪৫) এবং এজাহারনামীয় ২নং পালাতক আসামি হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমীপাড়া স্টার ক্লাবের সামনে, আব্দুল গফুর (দলু দফাদার) এর ছেলে আকালে (৪৫)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার নাপিতখালী পশ্চিমপাড়া গ্রামের ইস্রাফিল মন্ডল, পিং-মৃত খোদা বক্স এর বসত বাড়ীর গোয়াল ঘর থেকে একটি চোরাই গাভী ছাগলসহ ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ছাগল চুরি হয়ে যাওয়া ভুক্তভোগী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

বাদী ডালিম হোসেন (৪০), পিং-মোঃ আবুল কাশেম, সাং-দশমী, থানা- দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা এর বসত বাড়ী থেকে গত ০৭ তারিখ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় একটি ধারী গাভী ছাগল যার আনুমানিক মূল্য ১৪ হাজার টাকা চুরি হইয়া যায়। খোজাখুজির একপর্যায়ে বাদী জানতে পারেন যে, দামুড়হুদা উপজেলার নাপিতখালী গ্রামের পশ্চিম পাড়ার ইস্রাফিল মন্ডল, এর বসত বাড়ীর গোয়াল ঘরে একটি চোরাই ছাগল বাধা আছে।

উক্ত ছাগল চোর সন্দেহে একজন ব্যাক্তিকে গ্রামবাসী আটক করিয়া রাখিয়াছে মর্মে বাদীর সংবাদের প্রেক্ষিতে দামুড়হুদা মডেল থানার চৌকস পুলিশ অফিসার এসআই মারজান আল মোনায়েম সংগীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত চোরাই ছাগলটি উদ্ধারসহ আটককৃত আসামীকে হেফাজতে গ্রহন করেন এবং আসামীর নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসাবাদে আসামী ফারুক হোসেন (৪৫), পিং মৃত আমির হোসেন, সাং-উত্তর চাঁদপুর, থানা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা বলিয়া জানায়। পরবর্তীতে চোরাই যাওয়া ছাগল উদ্ধারসহ আটককৃত আসামীকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তার দেওয়া তথ্য মতে এই মামলায় আরও একজন পলাতক আসামী হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমীপাড়া স্টার ক্লাবের সামনে, আব্দুল গফুর (দলু দফাদার) এর ছেলে আকালে (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনক ব্যক্তি বলেন, ফারুক তো অত্র অঞ্চলের চিহ্নিত একজন মাদক কারবারি। সে প্রতিনিয়ত ফেনসিডিল বিক্রি করে এলাকার যুব সমাজ নষ্ট করে দিচ্ছে। কেউ তাকে কিছু বললে সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে চড়াও হয়, এমনকি মাদক দিয়ে ফাসানোর হুমকি ধামকি দেয়। তিনি আরো বলেন এভাবে দিনের পর দিন সে ফেনসিডিল বিক্রি করে, ছাগল চুরি করে, খারাপ কাজের সাথে যুক্ত

থাকে। এখনই এর লাগাম টানা উচিত। সে এবং তার স্ত্রীর নিয়মিত মাদক সেবন করে। সে যে চিহ্নিত মাদক বিক্রেতা তা এলাকাবাসী সবাই জানে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন আইন শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ বদ্ধপরিকর। একজন ছাগল চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে বিজ্ঞ আদালতের সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেন্সিডিল সহ সুলতানপুরের আনোয়ার গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ফেনসিডিল সহ আনোয়ার নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় পুলিশ পলাতক দেখিয়ে ২ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করেছে মামলা। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে থানার এসআই তাইফ্জ্জুামান, এসআই স্বপন কুমার সরকার, এসআই শামিম রেজা সহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর গ্রামের সুলতানপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের উত্তরপাড়ার মৃত মুজাল সরদারের ছেলে রবির মুদি দোকানের সামনে পাকা রাস্তার হতে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আনোয়ার হোসেন (৪৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার হওয়া মাদক ব্যবসায়ী সুলতানপুর গ্রামের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ও মৃত আনছার আলীর ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামী এবং পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। সেই সাথে গ্রেফতারকৃত আসামীকে চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে প্রেরণ করেছে।

দর্শনায় বিদেশী সিগারেটসহ গ্রেফতার ১

দর্শনায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে অবৈধ চোরাই পথে আসা বিদেশী সিগারেট সহ নয়ন (২০) নামের এক চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই তারিফুজ্জামান, এএসআই ফিরোজ হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নে।

এসময় ইউনিয়নের গড়াইটুপি মেলার মাঠ সংলগ্ন সুরুজ মিয়ার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর একটি ইজিবাইকে চ্যালেঞ্জ করে পুলিশ। পরে ইজিবাইকে থাকা অবৈধ বিদেশী ১৩ শ ৯০ প্যাকেট মালবরো সিকারেট সহ নয়ন (২০) নামের এক চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সেই সাথে চোরাচালান কাজে ব্যাবহৃত ব্যাটারী চালিত একটি ইজিবাইক আটক করে। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের লিয়াকত আলীর ছেলে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর বলেন, আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি ভারত থেকে অবৈধ পথে মালবোরো সিগারেট পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে থানার অফিসার ও ফোর্স অভিযান চালায় দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি মেলার মাঠ সংলগ্ন সড়কে।

এসময় সেখান হতে অবৈধ পথে দেশে আসা সিগারেট ও একটি ইজিবাইক সহ চোরাকারবরীকর আটক করি।সিগারেটগুলো সুইজারল্যান্ড কোম্পানীর। গতকালই তাকে দর্শনা থানায় মামলাসহ তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১১০ বোতল ফেনসিডিলসহ এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ জানায় রবিবার ১৯ মার্চ ভোর সাড়ে ৪টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই রাম প্রসাদ সরকার, এ এস আই বশির আহমেদ,এ এস আই মামুনুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া মাঠপাড়া পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ আক্তারুল ইসলাম টোটন((৪০) কে গ্রেফতার করে। তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ি তল্লাশি করে ১১০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

সে দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া মাঠপাড়ার শমসের আলীর ছেলে।

আজ তাকে এস আই রাম প্রসাদ সরকার বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলা দায়ের করে কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।